Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Mahakavi Bharavi: A Discussion

jq¡L¢h i¡l¢h : HL¢V pj£r¡

Tarun Kumar Banerjee

Dept. of Sanskrit, Khatra Adibasi Mahavidyalaya , W.B., India

Abstract

Bharavi was a famous poet in the post -era period of **Kalidas** .Although his story '**Kiratarjuniyam**' had been adopted from the 'Mahabharata' he has given in it uniqueness by his poetic quality . The main subject of this epic is fight between **Arjuna** and disguising hunter **Mahadev** and getting of **'Pashupat'** weapon by **Arjuna** .His poetic trait is 'glory of meaning' . He has narrated virtue , style and figure of speech in such and excellent way which has been adjudged him as a '**Mahakavi**'.

Keywords: Mahakavi Bharavi

Article

ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির কর্তা। জগত বলতে জাগতিক বস্তুসমূহকেও বোঝায়। মানুষ জাগতিক জীব। জগৎ অনিত্য হওয়ায় মানুষও নিত্য হতে পারে না। মানুষের যেমন উৎপত্তি আছে তেমনি বিনাশও অবধারিত। উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্তী সময়কে অবস্থিতিরূপে আখ্যায়িত করা যায়। এই অবস্থানকালে কেউ কেউ অর্জন করে কীর্তি, কেউ কেউ অর্জন করে অকীর্তি। কীর্তি অর্জনকারী ব্যক্তির অবস্থান জনগণের চিত্তে বহুকাল থাকে। শতচেষ্টাতেও সেই কীর্তিকে অপসারিত করা যায় না। তাই কীর্তি অর্জনের জন্য কেউ লেখেন কাব্য, কেউ বা h¢¡LIZ, কেউ বা নাটক। কবিত্ব অর্জনে খ্যাতিমান ব্যক্তিকে লোকে বলে কবি; কাব্যের সীমা অতিক্রম করে তা যখন মহাকাব্যের পরিধিতে উন্নীত qu-তখন তা কবিকে কবি থেকে মহাকবিতে নিয়ে যায়। এই রকম একজন মহাকবি হলেন ভারবি। তাঁর অবির্ভাবকাল কালিদাসের পরবর্তী যুগে। তবে তিনি তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে সবাইকে চমৎকৃত করতে পেরেছেন। এই কাজের স্বাক্ষর বহন করেন তাঁর একমাত্র মহাকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্'। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভারবি কালিদাসোত্তর যুগের আবির্ভূত হলেও পরবর্তী কালের পাঠকগন তাকে ও তাঁর রচিত কাব্যকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় কালিদাসের নামের পাশে তিনি তাঁর জায়গা করে নিতে পেরেছেন এর প্রমাণ হিসেবে বলা k¡u -

''উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্ ......''

তাই সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে ভারবি হলেন এক অতীব উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক।

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য কাব্যরচনার উদ্দেশ্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন-**''কাব্যংযশসে অর্থকৃতে শিবেতরক্ষতয়ে.......''** Ca¢¡¢c অর্থাৎ যশঃ,খ্যাতি,অর্থ,প্রতিপত্তি প্রভৃতি অর্জনের জন্যই কবিরা কাব্যরচনা করেন।সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করে যে সকল কবি কাব্য রচনার উদ্দেশ্যকে যথার্থ করেছেন, তাদের মধ্যে কালিদাসোত্তর কবি ভারবির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের কবিকীর্তির সঙ্গে ভারবির কবিকীর্তিও দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপিতে খোদিত রয়েছে এইভাবে-**""p ¢hSua¡w l¢hL£¢ax L¢ha¡¢na L¡¢mc¡p i¡l¢hL£¢axzz"**

ভারবির নিজ ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন তথ্য তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তবে 'অবন্তিসুন্দরী কথা' ও 'অবন্তিসুন্দরী কথাসার' নামে দুটি গ্রন্থ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যা জানা যাu a¡ qm- ভারবির অপর নাম দামোদর।তাঁর গোত্র হল কৌশিক এবং পিতার নাম নারায়ণ স্বামী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত আনন্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। পরে তারা দাক্ষিণাত্যের অচলপুরে বসতি স্থাপন করেন। ভারবি কিছুকালের জন্য কাঞ্চীরাজ সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমের রাজসভায় ছিলেন।

কবি বা সাহিত্যিকদের আবির্ভাবকাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিবিধ প্রকার সংশয় দেখা দেয় - কারণ নির্দিষ্টভাবে বহু কবি তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত তাঁর রচিত গ্রন্থে দিলেও অধিকাংশক্ষেত্রে তা থেকে পাঠকবর্গ বঞ্চিত হয়। কারণ সেই সব কবিরা নিজেদের আর্বিভাবকাল বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঔদাসীন্য দেখান। ভারবির ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে আশার কথা এই যে ভারবির পরবর্তী কালের গবেষকগণ এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন।। এমন কতকগুলি ইঙ্গিত দিয়েছেন যার উপর ভিত্তি করে ভারবির আর্বিভাবকাল সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ইঙ্গিত গুলি এরূপ:- ৬৩৪ খ্রী: লেখা দ্বিতীয় পুলকেশী ও তার বংশের স্তুতিমূলক আইহোল শিলালেখের রচয়িতা রবিকীর্তি নিজেকে কালিদাস ও ভারবির সমতুল্য কীর্তিমান বলে দাবী করেছেন। এই রবিকীর্তি হলেন ভারবির পরবর্তীকালীন কবি ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি। আর এই দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়কাল হল- ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। সুতরাং বলা k¡u i¡l¢h ¢àa£u পুলকেশী ও রবিকীর্তির পূর্ববর্তী হওয়ায় তাঁর আবির্ভাব কাল আনুমানিক খ্রী: ষষ্ঠ শতক। এছাড়া পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর জনপ্রিয় টীকাকার জয়াদিত্য বামনের কাশিকাবৃত্তিতে ভারবির নাম উল্লেখ আছে। খ্রী: সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়। সুতরাং ভারবির আবির্ভাব এই জয়াদিত্য বামনের পূর্বে ঘটেছিল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় যে, ভারবির আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৫৫০ খ্রী: সন্নিহিত সময়। এগুলি ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের মান্যপুর নগরে ৬৯৫ শকাব্দে লেখা একটি দানপত্রে "¢LI¡a¡Se£uj'

মহাকাব্যের নামের উল্লেখ আছে। আর এই মহাকাব্যের রচয়িতা ভারবি হওয়ায় তাঁর আবির্ভাবকাল ৬৯৫ শকাব্দেরও পূর্ববর্তী এটা অনায়াসেই বলা যায়। সুতরাং ভারবির আবির্ভাবকাল হল- খ্রী: ৫০০ থেকে ৫৫০ খ্রী: মধ্যে তথা খ্রী: আনুমানিক খ্রী: ষষ্ঠ শতক।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভারবি যেজন্য খ্যাতির চরম শীর্ষে অবস্থান করেন তার অন্যতম কারণ হল- a¡l ¢l¢Qa HL Aehcÿ ¢lQe¡ "¢LI¡a¡Se¥uj' jq¡L¡hÉ। এই কালজয়ী মহাকাব্য রচনার মাধ্যমেই ভারবি যশস্বী কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অষ্টাদশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যের কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব ও শিবপুরাণ থেকে নেওয়া হলেও তিনি নিজ কবিগুণে তাতে অনন্যতা প্রদান করেছেন তথা কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটিয়েছেন।

এই মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রথম শ্লোকে মঙ্গলার্থক 'শ্রী:' শব্দ ও প্রতি সর্গের শেষে 'লক্ষ্মী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপটি হল এরূপ:- বনবাসকালে পান্ডবেরা যখন দ্বৈতবনে বাস করেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিযুক্ত দূত (বনেচর) দুর্যোধনের সমস্ত রাজশাসনপ্রনালী জেনে এসে তা যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যক্ত করেন। এরপর এই সমস্ত ঘটনাগুলি যুধিষ্ঠির সকল ভাতৃসমক্ষে দ্রৌপদীর কক্ষে গিয়ে জানান। শত্রুর এতাবদ সাফল্য বৃত্তান্ত শ্রবনে নিজ মন পীড়া দমনে অসমর্থ হয়ে দ্রৌপদী মূর্তিমতি অক্ষমার মত জ্বলে ওঠে যুধিষ্ঠিরকে নানা ক্রোধ ও উৎসাহোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা জর্জরিত করেন ও সত্বর দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দেন। কিন্তু বিবেচক যুধিষ্ঠির হঠকারিতায় অকল্যাণকর পরিণামের কথা চিন্তা করে সময়ের জন্য প্রতিক্ষা করাই শ্রেয়:- তা বিবেচনা করলেন। এরপর মহর্ষি ব্যাসদেব অর্জুনকে মহাবিদ্যা দান করলেন ও শিবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য তাকে ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশে অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। অর্জুনের তপস্যা দেখে দেবাদি ইন্দ্র সহ সকল দেবতারা অত্যন্ত ভীত হয়ে চরম বিপদের আশঙ্কা করে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হন। অর্জুনের তপস্যায় সন্ত্রস্ত দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব কিরাতবেশে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হন। একটি বরাহ একই সঙ্গে অর্জুন ও কিরাত উভয়ের বাণে বিদ্ধ হওয়ায় সেই নিহত বরাহকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হল। কিরাতরূপী শিব ও অর্জুন উভয়েই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগলেন। অর্জুন পরাস্ত হলেন। এরপর আবার অর্জুন কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নানাভাবে পর¡Ù LI¡l জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি পরাজিত হতে লাগলেন। অবশেষে অর্জুনের বীরত্বে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব নিজরূপ প্রকাশ করলেন। অন্যান্য দেবতারাও তাকে নানারকম অস্ত্র দিলেন। এরপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে গেলেন।

কবি ভারবি অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে এই মহাকাব্যের প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা শক্তি খুব চমকপ্রদ যেমন- Qab সর্গে শরৎ ঋতুর বর্ণনা, পঞ্চম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনা, পঞ্চদশ-সপ্তদশ সর্গে যুদ্ধ বর্ণনা। আলোচ্য গ্রন্থে নগর, পর্বত, বন, শরৎকাল, সন্ধ্যা, মিলন প্রভৃতির বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনি রাজনীতি, যুদ্ধযাত্রা, মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ ইত্যাদিও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই মহাকাব্যে তিনি প্রতিটি চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভারবি ছিলেন শব্দের যাদুকর। তিনি একটি বা দুটি বর্ণকে নিয়ে বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেছেন। তার একটি নিদর্শন হল-

''ন নোননুন্নো নুন্নো নো নান্না নানামনাননু।

নন্নোহনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্নevzz'' (15/14)

বাক্যে অর্থের গভীরতা ও সারবত্তা লক্ষ্য করে টীকাকার মল্লিনাথ ভারবির কাব্যকে নারিকেল ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন-

''নারিকেল ফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্‌বিভজ্যতে।

স্বাদয়ন্তুরসগর্ত নির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্।।''

নারিকেলের বর্হি আবরণ খুব কঠিন হলেও তা ভেদ করতে পারলে ভিতরের সুস্বাদু খাদ্যের আস্বাদ যেমন পাওয়া যায় তেমনি ভারবির কাব্যের কঠিন আবরণ ভেদ করতে পারলে তবেই তার ভিতরের রস আস্বাদন করা সম্ভব হয় ও পাঠকবর্গরাও অধিক পরিমাণে আনন্দ অনুভব করেন।

মানবজীবনকেন্দ্রিক অসংখ্য বক্তব্য এই মহাকাব্যে রয়েছে- যাদের আধার অর্থান্তরন্যাস এবং যা কবিকে প্রবল গৌরব দান করেছে-**''ভারবেরর্থগৌরবম্।''** i¡l¢hl **""pqp¡ ¢hcd£a e ¢œ²u¡w........''** ইত্যাদি আজও মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত। এছাড়া এই মহাকাব্যে

L) e ¢q ¢fuw fhš²¢j¡R¢¿ jo¡ ¢q°a¢oZx z(1/2)

খ) হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ।(১/৪)

গ) বরং বিরোধোহপি সমং মহাত্মi x z(1/8)

ঘ) বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি ।(৮/৩৭)

প্রভৃতি বাক্যগুলি যে নিঃসন্দেহে ভারবির অর্থগৌরবতাকে যথার্থতা দিয়েছে তা সহৃদয়পাঠকমাত্রই স্বীকার করে থাকেন । এর দু একটি উদাহরণ (শ্লোক) নিম্নে বর্ণিত হল:-

প্রকৃত বক্তব্য শুনতে খারাপ লাগলেও যুধিষ্ঠির তা মেনে নেবেন- এ বিষয়ে বনেচরের ছিল দৃঢ়বিশ্বাস । কারন, যারা প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তি তারা কখনো মিথ্যাপ্রিয়বাক্য বলে ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের বিশাল বিপদের মুখে ফেলে দেননা। আর মিথ্যাপ্রিয়বাক্য বললে আপাতভাবে প্রীতির উৎপাদন হলেও তা যে মানুষকে ভবিষ্যতে বিপদের মুখে ফেলে দেয়- এই সত্যকে ভারবি প্রকাশ করেছেন বনেচরেl মুখ দিয়ে এভাবে-

""e ¢q ¢fuw fhš²¢j¡R¢¿..........'' (1/2)

''হিতং মনোহারি চ......''(১/৪) এই উক্তিটি চিরন্তন সত্যতাকে প্রকাশ করে।এই জগতে মানুষ প্রিয় অথচ মঙ্গলকর জিনিস কামনা করে-¢L¿ a¡ cm̄iz p¡d¡IZa k¡ LmÉ¡ZLI qu-তা অত্যন্ত রূঢ় হয়। যেমন- জীবনরক্ষাকারী ঔষধের স্ব¡c f¡uC ¢aš² quz হিতৈষী ব্যক্তিগণ যে সমস্ত মঙ্গলকর উপদেশ দেন তা প্রায়ই শ্রুতিসুখকর হয়না-কিন্তু এর ফল অতীব সুখকর হয়। অন্যদিকে, অহিতৈষী ব্যক্তিরা প্রিয়মিথ্যাকথা বলে আপাত আনন্দ সৃষ্টি প্রদান করলেও- এর ফল কিন্তু দুঃখকর হয়। তাই প্রতিটি মানুষের প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন প্রকa j‰mLI h¡LÉ hm¡ E¢Qaz

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে,মহাকবির মর্যাদা লাভের ইচ্ছায় 'কিরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থটি রচনা করেন ভারবি। কিন্তু যে সকল গুণ থাকলে মহাকবি হওয়া যায় এবং যে সকল গুণ থাকলে কাব্যখানি মহাকাব্যের মর্যাদা পেতে পারে- সেইসব গুণাবলীর পরিপূর্ণ pjeu i¡l¢hl jধ্যে যেমন দেখা যায় না; তেমনি দেখা যায় না 'কিরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থেও। কালিদাস যে অর্থে মহাকবি এবং 'রঘুবংশম্' যে অর্থে মহাকাব্যরূপে অভিহিত হয়েছে সেই অর্থে কিন্তু ভারবি তথা 'কিরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থখানি পৌছতে পারেনি। ফলে মহাকবি কালিদাসের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করেছেন বটে ভারবি কিন্তু সমকক্ষ হতে পারেননি। এছাড়া ভারবির কঠিন ভাষা ও তার অর্থ অনুধাবন করা পাঠকবর্গের কাছে কষ্টকর হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, অলংকার বাহুল্যের রূপ কাব্যের আস্বাদনেও বাধা সৃষ্টি করে। তবে অর্থগৌরবযুক্ত পদপ্রয়োগে তিনি যে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন তা কিন্তু নিঃসন্দেহে সকলের চিত্তভূমিকে আপ্লুত করতে পেরেছে। তাছাড়া, অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন-অর্থান্তরন্যাস নামক অলংকারের উপর। এই কৃতিত্ব সাধারণ কবির ক্ষেত্রে দেখা যায়না। রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ভারবির অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রীতিগুলির মধ্যে কবিদের প্রিয় বৈদর্ভী রীতিকেই অবলম্বন করে তিনি রচনা করেছেন তাঁর কাব্যখানি। এই সমস্ত দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে সমালোচকগণ 'কিরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থকে যেমন মহাকাব্যের আখ্যায় ভূষিত করেছেন, তেমনি ভারবিকেও স্থান দিয়েছেন সংস্কৃত মহাকবিদের তালিকায়।

¢eh¡¢Qa pœ

N¿L¡l	N¿	fL¡nL	fL¡ne¡l a¡¢lM
১. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস	f¢ÕQj h‰ l¡SÉ fÙL fkv, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কোলকাতা-700013	Sm¡C 1988/H
২. দেবেশ কুমার আচার্য	সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত C¢aq¡p	nË ¢hL¡n p¡dM¡	1998 1m¡ নভেম্বর
3. nË Aশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	Bcn pwúa f¡Wj¡m¡ pl¢i	সদেশ ১০১ সি,বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-700006	1412